কৃষি সুপারিশ

৫-৮ ই জানুয়ারী ২০২৩ (২০-২৩ শে পৌষ, ১৪২৯)

বোরো ধান :-বীজতলার পরিচর্যা করুন। এই জন্য বীজ তলায় চাপান সার হিসাবে প্রতি হেক্টরে রোপনের জন্য ২৫ শতক বীজ তলায় নাইট্রোজেন ২.৫ কেজি বীজ বোনার ২১ দিন ও ৩০ দিন পর প্রয়োগ করুন। বীজ বোনার ১৮-২৫ দিন পর অথবা চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে কার্বফিউরান ৩জি ৫ কেজি অথবা ফোরেট -১০জি ১.৫ কেজি ২৫ শতক বীজতলায় প্রয়োগ করুন ও ছিপছিপে জল বজায় রাখুন। শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে বিকালে বীজতলায় চারা ডুবিয়ে জল ভরে দিন ও সকালে বের করে দিন।সকালে চারা গাছের উপরে দড়ি টেনে শিশির ঝড়িয়ে দিন। কাঠের বা তুষের ছাই বীজতলায় ছড়াতে পারেন। চারা গাছ লাল হয়ে গেলে কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।
মুল জমিতে রোপনের জন্য হেক্টর প্রতি জৈব সার ৫ টন, ৩২.৫ কেজি নাইট্রোজেন ,৬৫ কেজি ফসফেট ও ৪৮.৭৫ কেজি পটাশ জমিতে প্রয়োগ করুন ।এছাড়া ভালো ফলনের জন্য জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি সালফার, ২৫ কেজি জিংক সালফেট ও ১০ কেজি বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগ করুন। ৪ - ৫ টি পাতা অথবা ৩৫ - ৪৫ দিন বয়সের চারা ২০ সেমি X১৫সেমি দূরত্বে ৪-৫টি করে রোপন করুন।

গম- গম চাষে সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু গমের জমিতে জল দাড়িয়ে গেলে গম হলুদ হয়ে মারা যায়। গম চাষে ভালো ফলন পেতে ৪টি সেচ প্রয়োজন হয়। ১)মুকুট শিকড় দশা (বোনার ২১ দিন পর) ২) পাশকাঠি ছাড়া শেষ (বোনার ৪০-৪৫ দিন পর) ৩) ফুল আসা অবস্থা (বোনার ৯০-৯৫ দিন পর) এবং দুধ আসা অবস্থা (বোনার ১১০-১১৫ দিন পর)। গম চাষের সঙ্গে ফ্যালা ঘাস, করাত ঘাস, বুনো জৈ আগাছা তিনটি জড়িত। বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিন পর পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

আলু আলু লাগাবার ৩-৪ সপ্তাহের মাথায় (কানিমাটি দেওয়ার সময়) চাপান সার হিসেবে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৩৭.৫ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

দ্বিতীয় চাপান সার হিসেবে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৩৭.৫ কেজি পটাশ প্রথম চাপান দেবার ১০ দিন পরে (মারমাটি দেওয়ার সময়) ভেলির দু-পাশে প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হবে। দ্বিতীয় ভেলি তোলার পরবর্তী সময়ে একিভাবে ৭-১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। তবে একটা বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে যে সেচের জলে কোনো সময়ই যেন ভেলির ৩/৪ ভাগের বেশি না ডোবে। আলুতে জলদি ধ্বসা রোগ লাগতে পারে, সতর্কতা মুলক ব্যবস্থা হিসেবে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম বা মেটালাক্সিল + ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

তিসি - বোনার ১০-১৫ দিন পর আগাছা দমন করার প্রয়োজন হয়। সাধারণত বিনা সেচে চাষ হয় তবে বোনার ৪০-৪৫ দিন পরে একটি সেচ ও সম্ভব হলে এর ৩০ দিন পরে আরো একটি সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।

শ্বেত সরিষা - সারিতে বুনলে চারা বের হবার ১৫-১৬ দিন পরে প্রতি সারিতে অন্তত ১০ সেমি অন্তর চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে ও আগাছা দমন করতে হবে।শ্বেত সরিষা চাষে অন্তত দু বার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়, প্রথমটি বোনার ৩০দিন পরে ও দ্বিতীয়টি আরো ২৫-৩০ দিন পরে। তৈলবীজে অণুখাদ্য হিসেবে বোরোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহের মাথায় বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

মসুর :- সেচের সুবিধা থাকলে শুঁটি ধরার সময়ে (বীজ বোনার ৬০ দিন পর) ১টি সেচ দিতে পারলে ভাল হয়।ফুল আসার পর যদি ঘন কুয়াশা, অল্প বৃষ্টিহয়, তাহলে গাছের ডগার দিক থেকে বাদামি বর্ণ ধারণ করে শীঘ্র কালো হয়ে যায়। ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম বা ক্লোরোথ্যালোনিল ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

খেসারী : পয়রা ফসলে ৩০-৪০ দিনের মাথায় ডিএপি বা ইউরিয়ার ২% জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ ২ গ্রাম ডিএপি বা ইউরিয়া প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

সূর্যমুখী- নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত সব ধরণের মাটিতে সূর্যমুখী চাষ করা যায়। এই ফসল লবনাক্ত মাটিতেও হয়। উন্নত হাইব্রীড জাত-পিএসসি-৩৬, এমএসএফএইচ-১৭, কেবিএসএইচ-৪৪, কেবিএসএইচ-১, পিএসি-১০৯১ ইত্যাদি।অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে জমি তৈরী করে এবং জৈবসার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে।একরে ২ কেজি বীজের দরকার হয়।বীজ শোধনের জন্য থাইরাম অথবা ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন ।জমি তৈরীর সময় একরে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০কেজি ফসফরাস ও ২০কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ফসফরাসের চাহিদা সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিয়ে পূরণ করলে সালফারের চাহিদা পূরণ হবে। গাছের ৪ সপ্তাহ ও ৮ সপ্তাহ বয়সে দু বার০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক ও ২.০ গ্রাম বোরাক্স প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

ভূট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার বীজ বোনার ৩০ ও ৪৫ দিন পরে প্রতিবারে একরে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন ও ৯ কেজি পটাশ প্রয়োগ করা উচিৎ।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে -

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচারওতথ্য),
পশ্চিমবঙ্গ